ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা

(১)

কোনো কোনো জাতির ইতিহাসে এমন এক আভ্যন্তরীণ বিপর্যয় উপস্থিত হয় যখন কয়েক মাস বা বছরের মধ্যে তার ঐতিহ্যলব্ধ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মন্দীভূত স্রোতে প্রবল আলোড়ন জাগে, আবর্ত সৃষ্টি হয়, বন্যায় দুকূল ভেসে পুরাতন দিক দিশা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তারপর ঘোলাজল সরে গেলে জাগে নূতন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার, বৃহত্তর ও মহত্তর সৃষ্টির, পলিভূমি। ক্বচিৎ কখনো আবার সে আলোড়ন সেই জাতির প্রাক্তনকে প্লাবিত করেই ক্ষান্ত হয় না, সীমান্ত অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে দূর দূর দেশে। কোথাও দর্শনে, কোথাও কাব্যে, কোথাও জাতীয়, কোথাও বা গণতান্ত্রিক, আন্দোলনে, তীব্র বা মৃদু ছন্দে তার আঘাত লাগে। হয়তো কখনই তার প্রেরণা অবসিত হয় না।

তেমনি এক বন্যা নেমেছিল ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালে, তাকে আমরা ফরাসী বিপ্লব নাম দিয়েছি। এর আগেও সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে এক বিপ্লব দেখা দিয়েছিল—ঐতিহাসিকরা তার নাম দিয়েছিলেন Puritan Revolution। অনেকেই তাকে Civil War বা গৃহযুদ্ধ আখ্যা দিতে চান। সামাজিক পরিবর্তনের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে এখানে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। চরম গণতন্ত্রী Leveller দের দমন করে ক্রমওয়েল যে ব্যক্তিগত শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান তার সঙ্গে প্রথাগত রাজতন্ত্র, আধা গণতন্ত্রী পার্লামেণ্টারী শাসন এবং সহসা জাগ্রত সমাজ-সাম্যের আশা কোনটাই খাপ খায় না। দ্বিতীয় চার্লসের প্রত্যাবর্তনের পিছনে প্রায় সব শ্রেণীর বিত্তবান ব্যক্তিরই সমর্থন ছিল। Leveller দলও গৃহভৃত্য এবং কারখানার শ্রমিকদের ভোট দিতে রাজী হয়নি।

আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনকে এক বিশেষ স্থান দিয়েছেন অধ্যাপক পামার (R. R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution* vol. I) ও গোদ্‌সোত (Godechot, *France and the Atlantic Revolution of the Eighteenth Century 1770—1779*)।

এঁদের মতে ১৭৬২ সালে আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশে যে গণতন্ত্রী বিপ্লবের ঢেউ জাগে তাই আটলান্টিক পেরিয়ে হল্যাণ্ড (১৭৮৩-৯৫), সুইটজারল্যাণ্ড (১৭৯৮), আয়র্ল্যাণ্ড (১৭৯৮), ইতালী (১৭৯৬-৯৮), পোল্যাণ্ড (১৭৯৪) ইত্যাদি দেশে প্রসারিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের কোন স্বকীয় মাহাত্ম্য বা তাৎপর্য নেই, তা এই বহুবিস্তৃত বিপ্লব নাট্যের একটা বিশেষ অঙ্কমাত্র। এই প্রসঙ্গে কব্যান (Cobban) ও ডেভিড টমসন "গণতান্ত্রিক আন্তর্জাতিক" (Democratic International) কথাটিও ব্যবহার করেছেন। তবু পামার বা গোদ্‌সোতের কথা পুরো মেনে নেওয়া যায় না এবং ফরাসী বিপ্লবের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতেই হয়। পামারের উল্লিখিত পুস্তক সমালোচনা করতে গিয়ে (*History*, XLV, 1960) কব্যান নিজেই পামারের পদ্ধতি নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। পামার বিভিন্ন বিপ্লবের মিলগুলি বড় করে দেখেছেন, কিন্তু পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামাননি। মার্সেল রাইনার (Marcel Reinhard, *Annales-Economies, Societe's, Civilisations*, XIV, 1959) স্পষ্টই বলেছেন, ফরাসী বিপ্লব অ্যাংলো-স্যাক্সন ধাঁচের বিপ্লবই নয়, এটা বিশেষভাবে ফরাসী দেশের ব্যাপার। ফরাসী জাতির প্রকৃতির সঙ্গে এর যোগ অঙ্গাঙ্গী; ফরাসী অর্থনীতি, সামাজিক কাঠামো, জনমত বাদ দিলে একে বোঝা যাবে না।

তাছাড়া এ বিপ্লব একাধারে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব। এর রথের রশিতে সমস্ত শ্রেণীর লোক কোন না কোন সময় হাত লাগিয়েছিল। এর সূচনা ১৭৮৭ সালের অভিজাত বিদ্রোহে (revolte nobilaire)। তার সঙ্গে পরে যোগ দিল বুর্জোয়া-শ্রেণী। ১৭৮৯ সালে রাজা ষ্টেটস্ জেনারেল (States General) ডাকতে বাধ্য হলেন। অভিজাত—বুর্জোয়া বিরোধের ফলে এষ্টেটস্ রূপান্তরিত হলো National Assembly বা জাতীয় সংসদে, যা পরে শাসনতন্ত্র রচনা করতে বসে নাম নিল Constituent Assembly। কৃষক-বিপ্লব এর প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। রাজা অভিজাতের ষড়যন্ত্র থেকে তা সদ্যোজাত জাতীয় সংসদকে বাঁচায়। কৃষকদের সামন্ততন্ত্র বিরোধী দাবী মেনে নিয়ে প্রগতিশীল patriot দল আপাতরক্ষা পেল। তারপর দেখা দিল প্যারিসের সাঁকুলোত (sansculotte) বিপ্লব। তার মধ্যে ছিল কারুজীবী, ছোট দোকানদার, শিক্ষক, শ্রমিক, বেকার। এদের সাহায্য ব্যতীত ১৭৮৯র জুলাই ও অক্টোবর মাসে প্রতিক্রিয়ার প্লাবন রোধ করা যেত না। গ্রামীন

কৃষক ও সহুরে সাঁকুলোতদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ এবং উভয় শ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়াদের স্বার্থবিরোধ অবশ্যই ছিল, কিন্তু ইউরোপের রাজন্যবর্গের প্রথম জোট (First Coalition) তাদের ঐক্য দিল। ফ্রান্সের জাতীয় অস্তিত্ব এই ঐক্যের অভাবে বিপন্ন হ'ত। তুলনায় অন্যান্য দেশে এমন শ্রেণী সহযোগিতা দেখা দেয়নি। হাঙ্গরীর কৃষককুল বিদ্রোহী Diet এর বিরুদ্ধে সম্রাট লিওপোল্ডকে সাহায্য করেছিল। হল্যাণ্ডের বিপ্লব শুধু বুর্জোয়াশ্রেণী দ্বারা চালিত ছিল, সেখানে সহুরে নিম্নমধ্যবিত্ত বা কারুজীবী সম্প্রদায় অরেঞ্জ রাজকেই সমর্থন জানায়। যখন ওলন্দাজ মধ্যবিত্ত ফরাসী বেওনেটের আওতায় সাধারণতন্ত্র স্থাপন করল তখনও কৃষকশ্রেণী তার থেকে দূরে থাকে। আমেরিকায় নিউ ইংল্যাণ্ডের কারুশিল্পী বা ভার্জিনিয়ার কৃষক বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল বটে কিন্তু সেখানে নেতৃত্ব ছিল অ্যাডামস্ বা ওয়াশিংটন বা জেফার্সনের মত বিত্তবান ব্যক্তির হাতে। অনেক উপনিবেশেই টোরী সংখ্যাধিক্য ছিল। অধ্যাপক মরিসন শুধু ম্যাসাচুসেটস সম্বন্ধে যা বলেছেন তা আমেরিকার বিপ্লবের অসম্পূর্ণতা প্রতিপাদনে যথেষ্ট— "The Constitution of 1780 was a lawyers' and merchants' Constitution, directed toward something like quarter deck efficiency in government and the protection of property against democratic parties."। ১৭৯১ সালেই ফ্রান্সের বিপ্লব এ অবস্থা ছাড়িয়ে যায়! তাছাড়া আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক বা আইনগত অধিকার নিয়ে অনেকখানি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলেও কৃষ্ণাঙ্গ দাসপ্রথা লোপ করার কথা কেউ ভাবেনি। উপরন্তু ফ্রান্সের সাহায্য ছাড়া এ বিপ্লব সার্থক হ'ত কিনা সন্দেহ। তুলনায় ফরাসী বিপ্লব সম্পূর্ণ জাতীয় বিপ্লব। তাতে অন্য কোন দেশ মদত জোগায়নি। স্বকীয় মৃত্তিকা থেকে রস সঞ্চয় করেছিল বলে বহিরাক্রমণের প্রচণ্ড ঝড়েও ত ভূপতিত হয়নি। এই কারণেই ফ্রান্সে গভীরতর সামাজিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। শুধু ধনতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেই ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতি নিঃশেষ হয়নি, তা ছাড়িয়ে গিয়ে সমাজসাম্য ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের ধারণা এখানে রূপ নেয়। বিভিন্ন শ্রেণীর স্বভাব বিভিন্ন এবং দাবী বহুক্ষেত্রে বিরুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তারা প্রতি সংকটে পরস্পরের পরিপূরকের কাজ করেছে—তার ফলেই প্রাচীন সমাজ ও শাসন ব্যবস্থা (ancien regime) কে সবচেয়ে বেশী আঘাত করা সম্ভব হয়েছে।

এমন ঘটনাবহুল, শ্রেণী সংঘাত ও সহযোগিতা—সংকুল, বৈদেশিক শক্তি-সংঘর্ষে জর্জর বিপ্লবের কারণ, প্রকৃতি, তাৎপর্য, নেতৃত্ব, পরিণাম প্রভৃতির বিশ্লেষণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। মতভেদের আরও একটা কারণ—বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক টানা পোড়েন। ১৭৮৯'র বিপ্লব তার প্রধান শত্রু—চার্চ, অভিজাত, উচ্চতর বুর্জোয়া, প্রতিক্রিয়াশীল বড় জোতদার—কাউকেই একেবারে নির্মূল করতে পারেনি। ১৮৩০, ১৮৪৮ ও ১৮৭০ এর ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯-৯৪র অসম্পূর্ণ সামাজিক বিপ্লবের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি। এই সব পরবর্তী বিপ্লবে যে সব শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষিত বা ব্যাহত হয়েছে তাদের মুখপাত্ররা ১৭৮৯-৯৪র বিপ্লবের অনুকূল বা প্রতিকূল ব্যাখ্যা করেছেন। সেই আদি বিপ্লবের গতি, প্রকৃতি, লক্ষ্য, উপায়, সিদ্ধি ও ব্যর্থতার প্রসঙ্গ তাঁরা এড়াতে পারেননি, বরং তার মধ্যেই খুঁজেছেন সমসাময়িক বিপ্লবের নিমিত্ত বা উপাদান; কারণ, সিদ্ধির পরিমাণ বা ব্যর্থতার চাবিকাঠি।

তাই ১৭৮৯-৯৪ নিয়ে বিতর্ক কোন দিন শেষ হয়নি। বিপ্লব থেকে বিপ্লবান্তরে শিখা জ্বালিয়ে নিয়ে আজও তা অনির্বাণ। মার্ক্স, লেনিন, ট্রটস্কি, স্তালিন, সাম্যবাদীবিপ্লবের নেতৃস্থানীয় সকলেই, বিশেষ শিক্ষা নিয়েছেন এর থেকে। বিপ্লবীর সম্ভাব্য ভুল, প্রতিবিপ্লবের লক্ষণ, তার সঙ্গে যুদ্ধ করার কলা কৌশল (strategy and tactics), বোনাপার্টবাদের অভ্যুদয়, উগ্রবাম (enragé) পন্থার বিপদ—এসব নিয়ে রুশদেশে গবেষণার শেষ নেই। রোবসপিয়েরের ত্রাসের রাজত্ব বা Reign of Terror একটা বহু বিতর্কিত সমস্যা। কি এর স্বরূপ, এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল কিনা, বৈদেশিক আক্রমণ এরজন্য কতখানি দায়ী, কতখানি দায়ী শ্রেণী সমাজের অন্তর্বিরোধ এবং অর্থনৈতিক সংকট, বিপ্লবের মহান আদর্শের পক্ষে একি চোরাবালি না পলিমাটি, এ সব প্রশ্ন অনিবার্যভাবে উঠেছে। আদর্শবাদী ও বস্তুবাদীর পক্ষে ফরাসী বিপ্লবের মত রণক্ষেত্র বিরল। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ও রুশোর মতবাদ (রুশোর মধ্যে গণতান্ত্রিক ও স্বৈরতন্ত্রী দুটো দিক একথা আবার অনেকে বলেছেন) বিপ্লবের জন্য দায়ী কিনা কিংবা কতখানি দায়ী, নাকি বিপ্লবের সংঘটনে ও বিবর্তনে ভাবধারার কোন দাম নেই, আছে অর্থনৈতিক অবস্থাপ্রসূত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের খেলা—এটাও বিষম বিতর্কের বিষয়। কেউ বা আবার যান্ত্রিক জড়বাদ বর্জন করে উভয়ের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে চাইছেন। সব সময় যে

রাজনৈতিক বা শ্রেণীস্বার্থ মতামতের জন্য দায়ী তাও নয়। যাঁরা দক্ষিণপন্থী ঐতিহাসিক তাঁদের মধ্যে কেউ প্রশংসা করছেন ষোড়শ লুইকে, কেউ পলাতক অভিজাতদের, কেউ নেপোলিয়নকে। যাঁরা সাধারণতন্ত্রী তাঁরা কেউ ত্রাসের রাজত্বের পক্ষে, কেউ বিপক্ষে। যাঁরা সমাজতন্ত্রী তাঁরা কেউ সমর্থন করছেন রোবসপিয়েরকে, কেউ বা এবের (Hebert) কে। এমনকি বুর্জোয়াদের সম্বন্ধেও তাঁরা একমত নন। হিংসার পথ ঠিক কিনা এই বিষয়ে একই রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। আবার দেশপ্রেম বহু বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদেরও ঐক্য দিয়েছে। রেভারেণ্ড ম্যাকমানার্সের ভাষায় "The history of history, like history itself, must be a debate without end"। ওলন্দাজ ঐতিহাসিক পিয়েতর হাইল (Geyl) ত আগেই এ কথা বলেছেন *Napobon-for and Against* গ্রন্থে।

এছাড়াও আছে নানা দিকের বিশেষজ্ঞের আলোচনা। কেউ এর রাজনৈতিক দিকে, কেউ বৈদেশিক নীতির দিকে, কেউ বা চার্চনীতির দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। কেউ কৃষকশ্রেণী, কেউ সাঁকুলোত কেউ বৈপ্লবিক সৈন্যবাহিনী, কেউ মূল্য ও মুদ্রামানের হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ে চিন্তিত। নিত্য নূতন উপাদান আবিষ্কৃত হচ্ছে। Cahiers বা Convention এর বিতর্ক (debates) আজ শেষ কথা নয়। লেফেভ্রে (Lefebvre) তুলে ধরেছেন স্থানীয় মহাফেজে রক্ষিত জন্মমৃত্যুর হিসাব, জমি হস্তান্তরের নিরিখ; কব (Cobb) বিপ্লবী বাহিনীতে যোগদানের বা খাদ্যশস্য চলাচলের ফিরিস্তি করছেন; সবুল (Soboul) পারীর প্রতিটি Section এর সভাসমিতি বিতর্ক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, যাতে সাঁকুলোতদের কীর্তিকাহিনী সঠিক বোঝা যায়; লাব্রুস (Labrousse) মূল্যমানের রেখাঙ্কন দ্বারা বিপ্লবের গতি প্রকৃতি নিরূপন করছেন। ইংলিশ হিষ্টরিক্যাল রিভ্যু (Vol. XCIII, no 367, April 1978) তে প্রকাশিত The Marxist Interpretation of the French Revolution শীর্ষক আলোচনায় দেখা যাবে মার্কসপন্থী ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বিতণ্ডার শেষ নেই। বস্তুতঃ ফরাসী বিপ্লব নিয়ে যত আলোচনা হচ্ছে আর কোন বিপ্লবের উপর ততটা নয়। এতে শুধু বিপ্লবের নূতন নূতন তাৎপর্যই ধরা পড়েনি, ঐতিহাসিকদের দেশ কাল সমাজ শ্রেণীর

রূপও ধরা পড়ছে। মাত্র কয়েকটি বছরের মুকুরে যুগের পর যুগ যেন আপন প্রতিবিম্ব দেখছে।

এর কারণ ফরাসী বিপ্লব নূতন চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের স্রোত আবাহন করে এনেছে। জাতীয় রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি, শ্রেণী সংগ্রাম ও সামাজিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম, নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাধীনতা ও তার ওপর রাষ্ট্রের আপৎকালীন অধিকার, উদারনৈতিক লেসেফেয়ার ও সাম্যবাদী নিয়ন্ত্রণ নীতি, ক্লাসিক আন্তর্জাতিকতা ও রোমানটিক দেশপ্রেম, ক্যাথলিক গোঁড়ামি, নিরপেক্ষ যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানপ্রভাবিত Deism, নাস্তিক্য, আজ পর্যন্ত যে সব আদর্শ নানা ভাবে পৃথিবীতে, বিশেষতঃ নব-স্বাধীন অনগ্রসর দেশগুলিতে, ক্রিয়াশীল, ফরাসী বিপ্লব তার গঙ্গোত্রী।

(২)

বিপ্লবের সমকালেই তার কারণ ও প্রকৃতি নিয়ে মতদ্বৈধ দেখা দেয়। ফ্রান্সের মধ্যে রাজতন্ত্রীদল এবং বাইরে পলাতক অভিজাত বর্গ ষড়যন্ত্রবাদ (conspiracy theory) প্রচার করতে থাকে। এই প্রচারের প্রভাব এডমণ্ড বার্কের ১৭৯০ সালে প্রকাশিত Reflections on the French Revolution এ প্রতিফলিত হয়েছে। বার্কের মতে প্রাচীন রাজতন্ত্র (ancien regime) নির্দোষ ছিল, এমনকি তাকে সংস্কারকামী আখ্যাও দেওয়া যেতে পারে। ভলতের, রুশো প্রমুখ চার্চ-বিরোধী বুদ্ধিবিভাসা আন্দোলনের দার্শনিক এবং ক্রমবর্ধমান ধনিক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের ফলেই বিপ্লবের সূত্রপাত। অর্থাৎ বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না, ওপর থেকে চাপানো হয়। বার্ক রাজা, রানী ও রাজ পারিষদগণের অক্ষমতা, অনভিজ্ঞতা, দুর্নীতি, দুর্বলতার প্রতি আদৌ নজর দেননি। সুযোগসুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণীর প্রকৃতি বিশ্লেষণে তাঁর আগ্রহ নেই। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্যসংকট, মূল্য ও মজুরী বৃদ্ধির অসাম্য, করভার এবং কৃষক শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশার কোন আভাস তাঁর ভাবনায় স্থান পায়নি। অথচ বহুযুগের স্বাভাবিক বিকাশের ফলে গড়ে ওঠা ব্যবস্থা নিয়ে রোমান্টিক বাগাড়ম্বর তিনি অজস্র করেছেন। রাণীর দুর্দৈবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তাঁর শিভ্যালরি। টম পেইন তাই পরিহাস করে বলেছিলেন, "He pities the plumage but forgets the dying bird।"

অথচ একই সময় আরেকজন ইংরেজ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি আর্থার ইয়ং। বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্স ভ্রমণের সুযোগ তাঁর হয়েছিল এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনি জনগণের দুর্দশা, বেগার প্রথার অত্যাচার, সামন্ততান্ত্রিক ও রাজকীয় করের চাপ, খাদ্যের অভাব ও অতিমূল্য, ব্যাপক বেকার সমস্যার উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচনায় আমরা দেখি পার্লমঁ (parlement) রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, বুর্জোয়ারা সহরে মজুর বেকারদের মধ্যে প্রচার ও অর্থ ছড়িয়ে তাদের শান্তিভঙ্গে প্রণোদিত করছে।

নেপোলিয়নের পতনের পর যখন বুর্বোঁ বংশ আবার রাজত্ব ফিরে পেল তখন উদারপন্থী নেতা বা সাংবাদিকরা আপনাদের দাবীর স্বপক্ষে বিপ্লবের নূতন ব্যাখ্যা সুরু করলেন। এ ব্যাখ্যা এল গিজো (Guizot), তিয়ের (Thiers) ও মিগ্নে (Mignet)র কাছ থেকে। গিজো বললেন রাজা, চার্চ ও অভিজাতদের স্বৈরাচার বিপ্লব অনিবার্য করে তুলেছিল! মধ্যযুগের পরাভূত গল-সত্তা যেন এভাবে বিজয়ী ফ্রাঙ্ক-সত্তার ওপর প্রতিশোধ নিল। তিয়ের বললেন, বিপ্লবের প্রধান কারণ হ'ল তৃতীয় এষ্টেটের, বিশেষতঃ বুর্জোয়া শ্রেণীর, অভ্যুদয়। রাজা ষোড়শ লুই যদি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও প্রশাসন-ব্যবস্থা বিষয়ে সামান্য সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং বুর্জোয়াদের উচ্চপদে নিয়োগ করতেন তাহলে বিপ্লব প্রথম পর্বেই সমাপ্ত হ'ত। দুজনেই মিরাবোর ভাবধারার প্রশংসা করলেন, লাফায়েতকে নায়ক বানালেন, জিরঁদ্যা—মহত্ত্ব বর্ণনা করলেন। মিগ্নে দেখালেন অভিজাতদের সবচেয়ে বড় ভুল তৃতীয় এষ্টেটের গুরুত্ব বুঝতে না পারা। বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ের ফল ভালই হয়েছিল। "রাজার নিরঙ্কুশ ইচ্ছার স্থান নিল আইন, উচ্চ শ্রেণীর একচেটিয়া সুযোগ সুবিধার স্থান নিল সামাজিক সাম্য। মানুষ মুক্তি পেল শ্রেণী স্বার্থের কবল থেকে, ভূমি আন্তঃপ্রাদেশিক গণ্ডী থেকে, বাণিজ্য মধ্যযুগীয় গিল্ডের শৃঙ্খল থেকে, কৃষি সামন্ততন্ত্রের অনুশাসন থেকে এবং টাইথের শোষণ থেকে। একজাতি এক রাষ্ট্র ও এক বিধানের জন্ম হ'ল।" অভিজাতগণ দেশত্যাগী না হ'লে এবং চার্চের নয়া ব্যবস্থা স্থাপিত না হ'লে সাধারণতন্ত্রের কথা কেউ ভাবতো না, ত্রাসের রাজত্ব আসতো না। ১৭৯২ সালের ১০ই আগষ্টের পরবর্তী ঘটনা এঁরা পছন্দ করেননি। এ সময় থেকে মধ্যবিত্তের নেতৃত্ব চলে গেল, আরম্ভ হ'ল 'ঘৃণিত জনসাধারণের'

('vile populace') স্বেচ্ছাচার। রাজতন্ত্রী বলে এঁরা ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ডের নিন্দা করলেন। সাঁকুলোতদের অতিবাম পন্থা এবং জন নিরাপত্তা পরিষদের (Committee of Public Safety) কঠোর শাসন এঁদের নীতির বিরোধী ছিল। মাদাম দ্য স্তাল বিশেষ করে প্রশংসা করলেন ফরাসী সৈন্যবাহিনীর: "আভ্যন্তরীণ বাদবিসম্বাদে যারা মারাত্মক কিন্তু বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে অপরাজেয়।"

তিয়ের ও মিগ্নে যে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব চেয়েছিলেন তা ১৮৩০ সালে এল। কিন্তু "বুর্জোয়া রাজতন্ত্র" কাউকে খুশী করতে পারল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কার্লাইল ও মিশলের কণ্ঠে আমরা দুই বিপরীত সুর শুনলাম। কার্লাইলের *The French Revolution* প্রকাশিত হয় ১৮৩৭ খৃঃ অঃ, মিশলের সাতখণ্ডে সমাপ্ত *Historie* de *revolution Francaise* ১৮৪৭ থেকে ১৮৫৩ খৃঃ অঃ এর মধ্যে। কার্লাইল ছিলেন ক্যালভিনপন্থী ইংরেজ। তিনি বিশ্বাস করতেন ইতিহাসের গতি পূর্ব-নিরূপিত, তার উপজীব্য সৎ ও অসৎ-এর দ্বন্দ্ব। রোমান্টিক ভাবধারার প্রভাবে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীকে অধঃপতনের অধ্যায় মনে করতেন। ইতিহাসের গতি উচ্চাবচ, তার তালে তালে নাচে সৃষ্টি ও সঙ্কট, তার পালে কখনো লাগে মৃদু মন্দ দক্ষিণা বাতাস, কখনো বা কাল-বৈশাখীর ঝোড়ো হাওয়া। ১৭৮৯-৯৪ খৃঃ অঃ কালবৈশাখীর ধ্বংসলীলাই প্রত্যক্ষ করেছিল। বিপ্লবের পূর্ববর্তী ফ্রান্স ছিল লোভ কামনা হিংসা মিথ্যাচারের গলিত স্তূপ—"a mouldering mass of sensuality and falsehood"। দেউলে কোষাগার ও ভ্রান্ত যুক্তিবাদ দুয়ে মিলে বিপ্লবকে জন্ম দেয়। ঘুণধরা রাজতন্ত্রকে ধরে রেখেছিল 'গিল্টিকরা পিচবোর্ডের থাম—অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণী।" অধিক বিলাসব্যসনের ব্যয় জোগাতে রাষ্ট্র হ'ল ফতুর (সমসাময়িক স্মৃতিকথা জাতীয় পুস্তিকা থেকে বহু রসাল উপাদান গ্রহণ করেছেন কার্লাইল)। তাকে নৈরাজ্যের পথে ঠেলে দিল লক-রুশোর সামাজিক চুক্তি। ফরাসী বিপ্লব, কার্লাইলের মতে, "the open violent Rebellion, and victory of disimprisoned Anarchy against corrupt worn-out authority।" ইতিহাস অসংখ্য জীবনের সমাহার কার্লাইল একথা বিশ্বাস করতেন। তাই বিপ্লবের অভিব্যক্তিতে অগণিত নরনারীর নিরুপায় চেষ্টাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। ভবিতব্যের ক্রীড়নক এরা—তাঁর কাছে কৃপার পাত্র ছিল। কিন্তু এই পদ্ধতির কুফল স্পষ্ট। আলাদা করে গাছ

গুনতে গিয়ে তিনি সমগ্র অরণ্যকে হারিয়েছেন। মারী আঁতোয়ানেতের মুক্তামালার কেচ্ছা তারিয়ে তারিয়ে বলতে গিয়ে ফ্রান্স দেউলে হবার আসল কারণের দিকে দৃষ্টি দেননি। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিতে গিয়ে ফ্রান্স দেউলে হতে বসেছিল এবং অবৈজ্ঞানিক করব্যবস্থার জন্য কোনদিন স্বয়ম্ভর হতে পারেনি—এমন ইঙ্গিত তাঁর ইতিহাসে কোথাও নেই।

ঠিক এর বিপরীত জুল মিশলে (Jules Michelet). তাঁর পৃথুল ইতিহাসের নায়ক হল জনগণ—le peuple. "আমার হ'ল প্রথম সাধারণতন্ত্রী ইতিহাস যা সব প্রতিমা ও দেবতাকে ধ্বংস করেছে, প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত এর একমাত্র নায়ক--জনগণ"। ভিকো (Vico)র শিষ্য ছিলেন তিনি, কিন্তু ভিকোর চক্রাকার গতির ইতিহাসদর্শন তিনি মানতেন না। প্রগতিতে ছিল তাঁর অচল আস্থা। কার্লাইল যেখানে দেখেছেন ধ্বংসের বেসুরো তাণ্ডব, মিশলে সেখানে দেখলেন নূতন সৃষ্টির গর্ভযন্ত্রণা। বিপ্লবকে তিনি ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন—ন্যায় (Justice) এর ধর্ম। এখানেও ভালমন্দের দ্বন্দ্ব চলেছে, তবে ভালোর অন্তিম জয় সম্বন্ধে মিশলে নিঃসন্দেহ। একদিকে দুর্নীতি ও অত্যাচার, অন্যদিকে স্বাধীনতা ও ন্যায়—ইতিহাসের মানদণ্ড সেদিন উভয়মেরুর মধ্যে দোদুল্যমান। অভিজাতবর্গ আপনাপন manor ছেড়ে রাজধানীর প্রমোদস্রোতে গা ভাসিয়েছেন, ধর্মযাজক ছেড়েছে ভজন সাধন দান ধ্যান, চতুর্দশ লুই যুদ্ধে উড়িয়েছেন শতাব্দীসঞ্চিত ঐশ্বর্য, পঞ্চদশ লুই স্বৈরিণী রমণীর পায়ে ঢেলেছেন সাম্রাজ্যের রাজস্ব, আর ইচ্ছাশক্তিহীন ষোড়শ লুই অক্ষম দর্শকের ভূমিকায়। এর মধ্যে কৃষক শ্রেণী বাইবেলের জোবের মত সর্বংসহ—"it is Job sitting among the nations. O meekness! O Patience"! ক্রমঃক্ষীয়মাণ উৎপাদিকা, ক্রমবর্ধমান করভার, অর্ধভুক্ত কৃষক ও ক্ষেত মজুর, অফলা ধরিত্রী, দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, আর ন্যায়নীতিমানবতাহীন সমাজের তলায় তলায় মঁতেস্কু, ভলতের, রুশোর প্রলয়গর্ভ চিন্তার গুরুগুরু ধ্বনি। বিপ্লব এল যেন মহাবিচারের দিনের মত—বাস্তিল দুর্গ জনগণের কাছে মাথা নোয়াল। "তার বিবেক বড় পীড়া দিচ্ছিল।" এ বিপ্লবরথের রথী যেই হোন না কেন, এর সারথি ছিল জনগণ। নেতারা ছিলেন তাদের হাতের পুতুল—L' acteur principal est le peuple. মিশলে ছিলেন বালজাক ও উগ্যোর সমসাময়িক। রোমান্টিক ভাবালুতা তখন প্রতিক্রিয়ার পথ ছেড়ে বাঁদিকে মোড় নিয়েছে। তার

প্রভাবে মিশলে "জনগণ" অভিহিত এক myth সৃষ্ট করলেন। এর পিছনে উঁকি মারছিল রুশোবর্ণিত সামুহিক স্বাধীনতা (collective liberty)র ভাবনা, হয়তো বা সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের জন্য গর্ব। "My glorious mother-land is···the pilot of humanity"। এ ধরনের ইতিহাস বিশ্লেষণ নয়, আত্মিক পুনরুজ্জীবন—integral resurrection। দ্যকার্তের কঠিন শীতল যুক্তিবাদ ত্যাগ করে মিশলে বোধির পথ বেছে নিয়েছিলেন।

সন্দেহ নেই তিনিই প্রথম মিউনিসিপ্যালিটি ও সেক্সানগুলির দলিল দস্তাবেজ দেখেন—যার পাতায় পাতায় লিপিবদ্ধ ছিল পারীর বিপ্লবী জনতার কীর্তিকলাপ। তার সাহায্যে মিশলে দেখালেন ১৭৮৯ সালে জনগণ অনেক আশা করেছিল, ১৭৯২ সালে তারা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়েছিল। এবের (He´bert) ও অঁরাজে (enrage´s)—অর্থাৎ উগ্রবামপন্থীদের সম্বন্ধে তিনি সহানুভূতিশীল। তবু কতটা তিনি এদের বুঝেছেন? অধ্যাপক সবুলের মতে "জনগণ" শব্দটি অতিব্যাপক বলেই অর্থহীন। কত বিচিত্র ধরনের লোক, বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থ এই একটি শব্দ দিয়ে আবৃত। মিশলে সে দুরবগাহ জটিলতা এড়িয়ে গিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রমজীবী ও উনবিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রী শ্রমজীবী কি একই শ্রেণী? বিপ্লবকে ধর্মের স্থান দিয়ে তিনি চার্চের ভূমিকা প্রায় অস্বীকার করেছেন। ১৭৮৯-৯২ ও ১৭৯২-এর পরবর্তী ঘটনাকে পৃথক করে তিনি প্রথম পর্বের নাম দিয়েছিলেন—l'epoque sainte বা পবিত্র কর্মের যুগ এবং দ্বিতীয়টির নাম দিয়েছিলেন—l'epoque des actes sanguinaires যা শোণিত-লিপ্ত কর্মের যুগ। এই পর্বভাগের মধ্যে কি সহিংস জনগণের প্রতি তাঁর অবচেতন বিরাগই প্রকটিত হয়নি? সর্বোপরি, অতীতের শিকড়ের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল না, ছিল ভবিষ্যতের ফলের দিকে। তাই তাঁর ইতিহাস দর্শন অনেকাংশে বিকৃত।

১৮৪৮ সালে ফ্রান্সে আবার বিপ্লবের ঢেউ লাগল। এই প্রসঙ্গে লামার্তিন, লুই ব্লাঁ ও দ্য তোক্‌বিলের ব্যাখ্যা স্মরণীয়। লুই ব্লাঁর চোখেও বিপ্লব ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব। তবে যে দ্বন্দ্ব প্রথমে আদর্শের রাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকে পরে তা সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। চিন্তার রাজ্যে যা প্রথাগত রাজতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মৈত্রী (fraternity), অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাই সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। তিনি রোবসপিয়ের ঐতিহ্যের বামপন্থী ছিলেন এবং বুর্জোয়া স্বাতন্ত্র্যবাদকে নিন্দা করেছেন।

কিন্তু প্রকাশ্য শ্রেণী সংগ্রামেরও বিরোধিতা করেছেন তিনি: "আতিশয্যের জন্যই ত্রাসের রাজত্ব চিরকালের মত অসম্ভব হয়েছে।" এই আতিশয্যের বিরুদ্ধে লামার্তিন লিখেছিলেন জিরঁদ্যাদের ইতিহাস (Histoire des Girondines). উভয়ের মোটামুটি বক্তব্য ছিল—সামাজিক গণতন্ত্র নিশ্চয়ই আসুক কিন্তু তা যেন সন্ত্রাস ও হিংসার মুখোস পরে না আসে।

দর্শন থেকে ভাবধর্মী সামান্যীকরনের (idealistic generalization) প্রত্যয় নিয়ে মিশলে লিখতে বসেছিলেন বিপ্লবের ইতিহাস; তোক্‌বিল একই ইতিহাস লিখতে বসেছিলেন গণতন্ত্রের বাস্তবধর্মী সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পর। তাই মিশলের কাব্যগন্ধী বর্ণনা তোকবিলে অনুপস্থিত। L'Ancien Regime et la Re´volution-এর প্রথম বিশেষত্ব হ'ল সামাজিক পটভূমিকা সম্বন্ধে জাগ্রত চৈতন্য। তাঁর মতে বিপ্লবের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনাবলীর মধ্যে একটা প্রবহমান ধারা রয়েছে, কোথাও আত্যন্তিক বিচ্ছেদ ঘটেনি। ১৭৮৯ সালের পূর্বে যে স্বৈরতন্ত্র ছিল, বিপ্লব তার স্থানে নতুন ধরনের এক স্বৈরতন্ত্র স্থাপন করেছে মাত্র। রাজকীয় কাউন্সিল, ইনটেনড্যান্ট প্রভৃতির মাধ্যমে ষোড়শ লুই-এর সময় ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হতে এবং রাষ্ট্রের শক্তি কেন্দ্রীভূত হতে সুরু হয়েছিল। বিপ্লব সে প্রবণতাকে ত্বরান্বিত করল। দ্বিতীয়তঃ দারিদ্র্য ও দুর্দশা বিপ্লবের অন্যতম কারণ—মিশলের এবম্বিধ মতবাদকে তোকবিল উড়িয়ে দিলেন। উল্টে বল্লেন, কৃষকদের ক্রমবর্ধমান সম্পদই বিপ্লবের কারণ। সম্পদ বাড়ছিল বলেই সমাজতন্ত্রের অবশিষ্ট চিহ্নগুলি এত অসহ্য লাগছিল। বস্তুতঃ ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ফ্রান্সে সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের সংখ্যা নগন্যই ছিল। রুশ ঐতিহাসিক লুচিস্কি পরে দেখিয়েছিলেন ফরাসী কৃষকরা অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ কাল ধরে জমি কিনেছে। কিন্তু যে সব কৃষক না খেয়ে টাকা জমিয়ে আরো জমি কিনতে বা পত্তনি নিতে চাইছিল তাদের কাছে সামান্য প্রতিবন্ধকই দুর্লঙ্ঘ্য বলে প্রতীয়মান হ'ত। এই প্রসঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া (feudal reaction)-র কথাও উঠেছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্রুত উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং মূল্যবৃদ্ধির ফলে আয় কমে যাওয়ায় শঙ্কিত হয়ে সামন্তপ্রভুরা বহুদিনের অচলিত কর ও শ্রমদেয় (dues and services) পুনঃ প্রবর্তন করার চেষ্টা পায়। অনেক সময়, কব্যান বলেছেন, তারা সে সব কর (seigneurial dues) বুর্জোয়াদের কাছে বেচে দেয় এবং বুর্জোয়ারা কঠোর

হস্তে তা আদায় করতে থাকে। যাই হোক, একদিকে যেমন সামন্তপ্রভু ও কৃষককুলের মধ্যে নানা কারণে বাদবিসম্বাদ বাড়ে অন্যদিকে তেমনি সামন্ত-প্রভুরা রাজতন্ত্রকে আপন স্বার্থে বিপদে ফেলতে চায়। এর ফলে ১৭৮৭ সালের সামন্ত বিদ্রোহ, বিপ্লবের নান্দীমুখ বলে মাতিয়ে (Mathiez) যার উল্লেখ করেছেন। তৃতীয়তঃ বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্ষোভের কারণ ছিল যথেষ্ট। সামন্তশ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রীয় শক্তি ছিল না। তাদের বিত্ত ও যোগ্যতা ক্রমশঃই কমে যাচ্ছিল, অথচ তখনও তারা নানা সামাজিক-অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে যাচ্ছিল। বুর্জোয়ারা স্বাধীনতা (liberty)র চেয়েও বেশী চেয়েছে সাম্য (equality) এবং নেপোলিয়ন পরিষ্কারভাবে এ সত্য বুঝেছিলেন বলে অসামান্য সাফল্য লাভ করেছিলেন। তোকবিল বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রের উত্তমর্ণ আখ্যা দিয়েছেন। ১৭৮৯ সালে প্রধানতঃ এদের কাছেই রাষ্ট্রের ধারের পরিমাণ ষাট কোটি লিভর (livres)র মতো দাঁড়িয়ে ছিল। বলা বাহুল্য উত্তমর্ণের প্রতিভূ রূপে থার্ড এষ্টেট রাষ্ট্রের ওপর আপন কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চাইছিল।

তোকবিল বারংবার শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও শ্রেণী স্বার্থের সংঘাতের কথা উল্লেখ করেছেন। Je parle des classes —এ উক্তি বিখ্যাত। হয়তো ১৮৪৮ সালের বিপ্লব ও মার্ক্সের চিন্তাধারার প্রভাব এর উপর পড়েছে লেফেভর তাঁর এক প্রবন্ধ—Apropos de Tocqueville-এ (*Annales*, 1955) সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। দার্শনিকদের প্রভাবকে তোকবিল বিশেষ আমল দেননি। তারা প্রশাসনিক সংস্কারের বেশী কিছু চায়নি। "দুর্বল সরকারের সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক মুহূর্ত হল তখন যখন তা সংস্কার প্রবর্তনে সচেষ্ট হয়।" মিশলের মত "জনগণ" নিয়ে তিনি কোন myth সৃষ্টি করেননি। বস্তুতঃ বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। অধ্যাপক কব্যান তাঁর রচনায় নেপোলিয়নের ছায়া দেখেছেন—"Across the whole of de Tocqueville's analysis lies the shadow of Bonapartism."

নৈরাশ্যবাদ তোকবিলকে দিয়েছিল নির্মোহ অন্তর্দৃষ্টি আর তেনকে অসুস্থ উগ্রতা। তেন (Hippolyte Taine) এর L' Ancien Regime প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৬ সালে—জার্মানীর হাতে ফ্রান্সের পরাজয় ও প্যারিস কম্যুনের অব্যবহিত পরে। ডারউইনের মতবাদের প্রভাবে তিনি বিশ্বাস

করতেন ব্যক্তি ও দেশের ভাগ্য জাতি (race), প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি দ্বারা নিরূপিত হয়। কোঁৎ এর প্রভাবে তিনি ইতিহাসে সমাজতাত্ত্বিক বিধানের সন্ধানও করেছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি এক কঠোর নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এ বিচারে তিনি রাজতন্ত্র, বিপ্লব, সাম্রাজ্য কাউকেই রেহাই দেননি। এক নিরুপায় হতাশার পটে তিনি শত সহস্র খুঁটিনাটি তথ্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন—ঠিক তদানীন্তন বাস্তববাদী সাহিত্যিক ফ্লোবের, জোলা বা মোপাশাঁর মত।

তিনি শেষ পর্যন্ত যে বিধানে (law) উপনীত হয়েছিলেন তা হ'ল—ত্রাসের রাজত্ব বিপ্লবের অপরিহার্য অঙ্গ। এ রাজত্বের সুরু ১৭৮৯ সালের ৬ই অক্টোবর রাজার পারী প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে। প্রথম থেকেই এক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সংখ্যালঘু দল (জাকবাঁ) বিপ্লবের পরিচালনা ভার নেয়। এরা বৈজ্ঞানিক (empirical) দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থী। এরা অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে নিছক বুদ্ধি থেকে উদ্ভূত নিরবয়ব (abstract) এক প্রকল্প (hypothesis) অবলম্বন করে, তা'হল রুশোর popular sovereignity। "এভাবে কয়েক হাজার চিন্তাবিদ কয়েক লক্ষ অসভ্য বুনোকে (savage) এক প্রলয়ঙ্কর কর্মে অনুপ্রাণিত করে"। কৃষকদের অবস্থা অবশ্য খারাপই ছিল এবং সবচেয়ে অসহ্য ছিল রাজকীয় করের ভার। কিন্তু একথা যদি সত্য হয় তবে কৃষকদের 'অসভ্য বুনো' বলা অনুচিত। সাঁকুলোতরা ছিল 'ডাকাত, ভবঘুরে'; জাকবাঁ ভদ্রসমাজে 'বেখাপ্পা' (misfits), তারা 'পচা সমাজের গোবর গাদায় গজানো ব্যাঙের ছাতা'—"ils naissent dans la de'composition sociale, ainsi que des champignons dans un terreau qui fermente"। রুশোর দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়ে তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পারিবারিক পবিত্রতা, ধর্মের মাহাত্ম্য সব কিছু পুরোনো মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং সমাজের নিম্নতম স্তরের দৈহিক ও মানসিক রোগগ্রস্ত লোকদের সাহায্য নিয়ে বিপ্লব বাধিয়েছিল। তেন বারংবার এদের পাশব প্রকৃতির ওপর জোর দিয়েছেন।

রেভরেণ্ড ম্যাক্‌ম্যানার্স এ ধরনের ইতিহাসদর্শনকে monomaniacal আখ্যা দিয়ে অন্যায় করেননি। কি তথ্যের জোরে তেন বল্লেন যে প্রথম থেকেই জাকবাঁ বলে একটা সংখ্যালঘু দল ছিল? এবং তাদের মনে বিপ্লবের একটা পরিষ্কার ছক ছিল? তারা শুধু ক্ষমতালোভী নেতা না কোন সামাজিক

শক্তির মুখপাত্র? অষ্টাদশ শতকে কি শুধু রুশোর মতবাদই গড়ে উঠেছিল? ভলতের, মতেঁস্কু, এনসাইকোপেদিস্তরা কোথায় গেলেন? তাছাড়া বাস্তব পরিবেশের, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার, কি কোন অবদান নেই? নিরক্ষর কৃষক ও সাঁকুলোত এমন বিদগ্ধ রচনা পড়ল কখন, বুঝল কি করে? শুধু ত্রাসের জন্য কি জনগণই দায়ী? বাস্তিল পতন প্রসঙ্গে তেন সৈন্য সমাবেশের উল্লেখ করেননি। ২০শে জুন ও ১০ই আগষ্ট (১৭৯২) এর হত্যাকাণ্ড কি বৈদেশিক শক্তির আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া বোঝা যায়? সত্যিকারের ঐতিহাসিক যাঁরা—লেফেভর বা মার্ক ব্লখ—সব সময়ই collective psychology-র ওপর জোর দিয়েছেন যাতে rumour বা fear কি ভাবে বিপ্লবকে প্রভাবিত করে বোঝা যায়। শেষে, তেন নিজেই কি নিরবয়ব সামান্যীকরনের (abstract generalization) বলি নন? ওলার (Aulard) দেখিয়েছেন দলিল ব্যবহারে তিনি ছিলেন নিরঙ্কুশ, কালক্রম সম্বন্ধে অনবহিত। অগণিত আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবই প্রকট হয়েছে।

(৩)

এতদিন বিপ্লবের ইতিহাস সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক কর্মের অঙ্গ ছিল। ওলারের (Alphonse Aulard) সঙ্গে তা অধ্যাপকীয় গবেষণার বিষয় বস্তু হ'ল। র‍্যাঙ্কে-প্রবর্তিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ঢেউ তখন ফ্রান্সে লেগেছে। ১৮৮৬ সালে সর্বোনে বিপ্লবের ইতিহাস পড়ানোর জন্য অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হ'ল এবং ওলার তার প্রথম অধ্যাপক রূপে বৃত হলেন। পরবর্তী ছত্রিশ বছরে বহু গবেষণাগ্রন্থ ছাড়াও তিনি বিপ্লব বিষয়ক দলিল দস্তাবেজের ত্রিশখণ্ড প্রকাশ করলেন। "বিপ্লবের ইতিহাসে এ যেন শিল্প-বিপ্লব।"

সব দিক দিয়ে ওলার ছিলেন তৃতীয় রিপাবলিকের সন্তান। ১৭৮৯-৯৪'র ইতিহাসে তিনি আপন যুগের বীজসন্ধি আবিষ্কার করেছেন। "আমি বিপ্লবের শ্রদ্ধাবান ও কৃতজ্ঞ উত্তরাধিকারী, যে বিপ্লব মানবধর্ম ও বিজ্ঞানকে মুক্তি দিয়েছে।" ১৯০১ সালে প্রকাশিত তাঁর Histoire Politique de la Revolution Francaise (ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক ইতিহাস) তেনের জবাব। এতে তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের র‍্যাডিক্যাল সোস্যালিষ্ট পার্টির বুর্জোয়া, চার্চ-বিরোধী, সাধারণতন্ত্রী আদর্শই প্রচারিত হয়েছে।

ওলারের মতে ১৭৭৮ সালে সামন্ততান্ত্রিক কর ও শ্রমভার যতটা দুর্বহ ছিল ১৭৮৯ সালে তা ছিল না। Cens প্রভৃতি কিছু কিছু কর, বেগার (corvee), প্রভুর ভাটিখানায় মদ তৈরী বা রুটি তৈরীর কারখানায় রুটি তৈরী ইত্যাদি দায় (banalities) ছিল। তবু cens-এর ভারও কমে যাচ্ছিল। কৃষকরা জমি কিনছিল—যদিও অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে টাকা জমিয়ে এবং কিনেই এই সব করের সম্মুখীন হচ্ছিল। তারা আর পূর্বেকার মত সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। "Perhaps it was actually no heavier, but the peasant was simply less resigned to it."

ভাবনার দিক থেকে ওলার ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী চিন্তাধারার ওপর জোর দিয়েছেন। বিপ্লবের মূল কথা হ'ল মানবাধিকার ঘোষণা (Declaration of the Rights of Man)। পর্বেপর্বে সে ঘোষণা কার্যকর করার চেষ্টা হয়েছে। প্রথাগত ক্যাথলিক ধর্মের স্থানে বিপ্লব প্রতিষ্ঠা করেছে মানব ধর্ম যা ভবিষ্যৎ প্রগতির পথ সকল শ্রেণীর জন্য মুক্ত করে দিয়েছে।

জিরঁদ্যাঁদের দলগত অপদার্থতার অভিযোগ মেনে নিয়েছেন ওলার, বিশেষ করে তাদের federalism-এর নীতির ব্যর্থতা। যুদ্ধের সময় তা বিপজ্জনক। তবু তিনি তাদের নেতাদের মধ্যে দেখেছেন "যা কিছু শ্রেষ্ঠ, নিঃস্বার্থ ও মানবিক" ওলারের আসল নায়ক দাঁতঁ। তিনি রোবস্‌পিয়েরের মত গোঁড়া নন। কোন মতবাদকে অন্ধভাবে ধরে না রেখে বা জোর করে চাপিয়ে না দিয়ে তিনি অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন (pragmatic)। শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে তিনি প্রগতির পথ খুঁজেছিলেন। শান্তি তাঁর কাম্য ছিল—অথচ সাধারণতন্ত্রের দ্বিতীয় বৎসরে (১৭৯৩-৯৪) তিনিই ছিলেন জলন্ত দেশপ্রেমের বাণীমূর্তি, প্রতিরোধের অতন্দ্র প্রহরী। দাঁতঁ অর্থগৃধ্নু ছিলেন কিনা বা সেপ্টেম্বর (১৭৯২) হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ছিলেন কিনা সে বিষয়ে ওলার বহু আলোচনা করেছেন। তাঁর দাঁত চরিত্রে যেন গ্যামবেটার (Gambetta) ছায়া পড়েছে। তুলনায় তিনি দেখিয়েছেন রোবস্‌পিয়ের হীন, ভণ্ড, উত্তেজক বাকচাতুর্যের যাদুতে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য দায়ী।

ওলার পড়লে মনে হয় বিপ্লব যেন শুধু বুর্জোয়াদেরই খেলা। 'জনগণের' অবদান বিশেষ কিছু নেই। ধোঁয়াটে কোন ধারণার প্রশ্রয় তাঁর মত র‍্যাঙ্কে-পন্থী ঐতিহাসিক দিতে পারেন না—তাই হয় জাতীয় রক্ষীবাহিনী না হয়

সৈন্যবাহিনী এমন কোন সংগঠনের অঙ্গ হিসেবেই তিনি জনগণকে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু এগুলি ত কোন সামাজিক দল বা শ্রেণী নয়। মৃত্তিকার সঙ্গে যোগহীন কৃষককে শুধু সৈনিকরূপে তিনি কিভাবে বুঝছেন? শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব বা একই শ্রেণীর আভ্যন্তরীণ সংঘাতও তিনি বোঝেননি। তারাই যে ভোট দিয়ে নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ডেকে আনল এবং বুর্জোয়া সাধারণ-তন্ত্রের অবসান ঘটাল—ওলার সে অপরাধ ক্ষমা করেন নি।

ওলারের দক্ষিণে গেলেন মাদলাঁ (**L. Madelin**) ও বামে জ্যরেজ (**J. Jaures**) এবং মাতিয়ে (**M. Mathiez**)। ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়, রাষ্ট্রশক্তির যুক্তিসম্মত পুনর্বিন্যাসই বিপ্লবের আসল কারণ, বললেন মাদলাঁ। রাজতন্ত্র অত্যাচারী ছিল না, ছিল দুর্বল এবং অপব্যয়ী (**prodigal anarchy**); অভিজাতগণ—অপদার্থ ও মূলহীন; চার্চ—মাঝারি (**average**) বিদ্যাবুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন; বুর্জোয়াশ্রেণী করভারপ্রপীড়িত জনগণের ক্ষোভ নিরঙ্কুশ-ভাবে আপন স্বার্থে নিয়োগ করেছে। অষ্টাদশ শতকীয় দর্শনের কুপ্রভাবকে আবার বড়ো করে দেখালেন মাদলাঁ এবং বস্তুতঃ আধুনিক উদারতন্ত্রের মূলনীতিগুলিকে নিন্দাই করলেন। ১৭৮৯ সালের পর উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতারা অনাবশ্যক ভাবে রক্তস্রোত বইয়েছেন; ১৮-১৯ ব্রুমেয়ারে নেপোলিয়ন এসে সে আত্মঘাতী নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়েছেন। নেপোলিয়নের ভূমিকারূপে বিপ্লবের মূল্য। তা ছাড়া নেই।

জ্যরেজ ছিলেন ফরাসী সমাজতন্ত্রের পুরোধা। ১৯০১ সালে তিনি লিখতে আরম্ভ করেন **Histoire Socialiste** (1789-1900) বা সমাজতন্ত্রের ইতিহাস—মার্ক্স, মিশলে ও প্লুটার্কের প্রেরণায়। মার্ক্স থেকে তিনি নেন শ্রেণী সংগ্রাম ও অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রাথমিক গুরুত্বের সূত্র; মিশলে থেকে গণতান্ত্রিক আদর্শবাদ এবং প্লুটার্ক থেকে ইতিহাসের নৈতিক উদ্দেশ্য। জ্যরেজের মতে ফরাসী বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লব ব্যতীত আর কিছু নয়। এর প্রধানতম কারণ হ'ল নূতন এক শ্রেণীর অভ্যুদয়। মার্ক্সীয় প্রথায় তিনি বুর্জোয়া বলতে বুঝলেন ধনিক ও ব্যাঙ্কার, আর তাদের উপগ্রহ স্বরূপ রঁতিয়ার (**rentier**), যারা রাষ্ট্রীয় ঋণ খাতে মূলধন বিনিয়োগ করেছিল। বহু প্রমাণ সহ তিনি দেখিয়েছেন কি ভাবে ফরাসী শিল্প, বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের বিস্ময়কর প্রসারের ফলে এই শ্রেণী অষ্টাদশ শতকে প্রাধান্য লাভ করল। তখনও ঠিক বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা শুরু হয়নি। তাই

অনেক ক্ষেত্রে তাঁর উদাহরণগুলি ভ্রান্ত। যাই হোক, এই বুর্জোয়া শ্রেণী বিদ্রোহ করল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। সামন্ততান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা, করভার, বেগার, আদালত সম্বন্ধে অনেক আলোচনা তিনি করেছেন। কিন্তু অবশেষে তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছে যে সামন্ততন্ত্রের শাঁস চলে গিয়েছিল, পড়েছিল শুধু খোসা এবং ৪ঠা আগষ্ট (১৭৮৯) এর রাত্রে তাও রদ হয়ে যায়। বুর্জোয়া শ্রেণীর আসল লক্ষ্য এ নয়। অভিজাত ও বিশপরা মিলে রাষ্ট্রীয় শক্তির নানাভাবে অপব্যবহার করছিল, তাতে জনসাধারণের ক্ষতি হচ্ছিল, রাষ্ট্রও ক্রমশঃ দরিদ্র এবং দুর্বল হয়ে পড়ছিল। বুর্জোয়া বিপ্লব এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে। জ্যরেজের উপসংহার খুব অভিনব নয়। তবে সাঁকুলোতদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণের পথ দেখিয়ে তিনি যে ডাক দেন তার ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। আঁরি সে (**Henri Sée**), মাতিয়ে (**Albert Mathiez**) ও লেফেভ্র (**Lefebvre**) সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। সরকারী আনুকূল্যে ওলারের সাহায্যে বিপ্লবের অর্থনীতি সংক্রান্ত দলিলগুলি প্রকাশিত হতে থাকে।

সে (**Sée**)র পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার (**La France économique et sociale au xviii e siécle, 1925**) ফলে ধরা পড়ল যে সমগ্র ফ্রান্সের হিসাব ধরলে চার্চের হাতে শতকরা ছ ভাগের বেশী জমি ছিল না; বিভিন্ন প্রদেশে চাষী মালিকানার হার আলাদা ছিল—নর্মাদিতে কৃষকরা ১/৫ অংশ ভূমির মালিক ছিল, ল্যাংডকে ১/২ অংশের। তিনিই প্রথম বললেন যে মার্ক্সিষ্টরা শ্রেণী বলতে যে **homgeneous unit** মনে করেন তার বাস্তব ভিত্তি নেই—প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরবিরোধী উপশ্রেণী বিদ্যমান। পরে লেফেভ্র এই সূত্র ধরে তাঁর অনুপম **Quatre-Vingt-Neuf** বা '১৭৮৯' লিখেছিলেন।

মাতিয়ে ছিলেন ওলারের যোগ্যতম শিষ্য তথা কঠোরতম প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯২২-২৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয় তাঁর **La Révolution francaise.** বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ১৯০২ ও ১৯০৬ সালের মধ্যবর্তীকালে র‍্যাডিক্যাল সরকার যে সব দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছিল, ১৯১৪-১৮র যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রাথমিক পরাজয়ের পেছনে যে সব অব্যবস্থা কাজ করছিল তারই প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয়েছে মাতিয়ের ইতিহাস দর্শনে। দাঁতঁকে নায়কের আসন দিয়েছিলেন ওলার, তাঁকে সুবিধাবাদী, অর্থগৃধ্নু, পরাজয়কামী রূপে আঁকলেন মাতিয়ে। মহাযুদ্ধ-কালীন অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঠেকাবার জন্য তদানীন্তন সরকার নিয়ন্ত্রণের নীতি

গ্রহণ করেছিল, সেই আলোকে ১৭৯৩-৯৪'র রোবসপিয়েরীয় নিয়ন্ত্রণ নীতি ব্যাখ্যা করলেন তিনি। জিরঁদ্যাঁদের সঙ্গে সংগ্রামে উগ্রবাম enragé দের সাহায্য চেয়েছিল জাকব্যাঁ দল। সে সহযোগিতার জন্য দাম দিতে হ'ল—খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বতম হার (maximum) নির্ধারণ করে। এই প্রসঙ্গে মাতিয়ের **La vie chére et le movement social sous la Terreur**(১৯২৭) দ্রষ্টব্য।

বুর্জোয়াশ্রেণী ক্রমশ বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল স্বীকার করলেন মাতিয়ে, তৎসঙ্গে সাধারণ ভাবে কৃষকদের অবস্থাও। তবে তিনি ভূমিহীন কৃষক এবং সহুরে সাঁকুলোতদর মধ্যে আর্থিক সংকটজনিত বিক্ষোভের ওপর জোর দিয়েছেন। 'সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া'র মতবাদ তিনি মেনে নেন এবং সর্ব প্রথম পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করেন যে ফরাসী বিপ্লব কতকগুলি ভিন্নধর্মী বিপ্লবের পারম্পর্য: (ক) অভিজাত বিপ্লব (১৭৮৭-৮৮)। (খ) বুর্জোয়া বিপ্লব (১৭৮৯-৯১), (গ) গণতান্ত্রিক বা সাধারণতন্ত্রী বিপ্লব (১০ আগষ্ট ১৭৯২-২ জুন ১৭৯৩) এবং (ঘ) সামাজিক বিপ্লব (জুন ১৭৯৩-জুলাই ১৭৯৪)। থার্মিডোরেই বিপ্লবের সমাপ্তি।

রোবসপিয়ের ছিলেন মাতিয়ের নায়ক। কার্লাইল তাঁকে **'the acrid, implacable-impotent, dull-drawling, barren as the Harmatten wind"** বলেছেন; অ্যাক্টন, **"the most hateful character...since Machiavelli"**, ওলার, "পাকা ভণ্ড"। মাতিয়ে উত্তর দিলেন, **"we love him for the teaching of his life and for the symbol of his death"**। তাঁর চরিত্র অকলঙ্ক, দৃঢ়তা অনমনীয়, নীতি বিচক্ষণ। ত্রাসের রাজত্ব সম্পূর্ণ সমর্থন যোগ্য—তার "লাল চুল্লীতে ভবিষ্যত গণতন্ত্র পেটাই হচ্ছিল।" গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দিকটার ওপর জোর দিয়েছে বুর্জোয়া শাসনতন্ত্র-বিলাসীর দল ও ভুয়ো আদর্শবাদী জিরঁদ্যাঁ, তার সামাজিক দিকটা সার্থক করার দায়িত্ব নিল জাকব্যাঁ। এখানে মাতিয়ে জাতীয় বুর্জোয়া-কল্পিত স্বাধীনতা ও সাঁকুলোত-স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন, যেন শেষেরটার মধ্যে নিহিতছিল প্রগতির পথ। কিন্তু থার্মিডোরে জয়ী হ'ল জমি ও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে ফাটকাবাজিতে বড়লোক বুর্জোয়া।

প্রথম থেকেই তাঁর রচনা একদেশদর্শী। আগে থেকেই মাতিয়ে বিপ্লবের একটা আদর্শ পথ ছকেছেন এবং তার থেকে সামান্যতম চ্যুতিও ক্ষমা করেননি। লুসিয়ে ফ্যভ্র তাঁকে **"a Fouquier-Tinville of melodrama"** বলে হয়ত

অন্যায় করেছেন কিন্তু ম্যাকমানার্স "Taine of the Left" বলে ঠিকই করেছেন।

জ্যরেজ ও মাতিয়ে বিপ্লবকে "তলা থেকে দেখা"র পত্তন করে যান। এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা কৃতী হলেন জর্জ লেফেভ্র (Georges Lefebvre)। ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের কৃষককুলের অবস্থা নিয়ে তাঁর বিপ্লব বিষয়ক গবেষণা শুরু হয় কিন্তু তার মোটামুটি আদ্‌রা পাওয়া যায় তাঁর Quatre-vingt-neuf (1939) ও La Re´volution francaise (1951) নামক পুস্তকে। প্রথমটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক পামার (The Coming of The French Re´volution, 1947) এবং দ্বিতীয়টির দুইখণ্ড অনুবাদ করিয়েছেন রুটলেজ কোম্পানী। ফরাসীর বিপ্লবের প্রত্যেক ছাত্রের এটি অবশ্য পাঠ্য।

লেফেভ্র সাধারণ মার্ক্সবাদীর মত বিপ্লবকে নিছক বুর্জোয়াবিপ্লব আখ্যা দেননি। তাঁর বিশ্লেষণে গ্রামাঞ্চল ও কৃষকের উপস্থিতি সুস্পষ্ট। কৃষকশ্রেণী শুধু বুর্জোয়াদের অন্ধ হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেনি, তারও একটা নিজস্ব দাবী এবং কর্মপদ্ধতি ছিল। দ্বিতীয়ঃ এই বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী রূপে শুধু অভিজাত, বুর্জোয়া ও 'জনগণ' অভিহিত অনির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তিনি ক্ষান্ত হলেন না, প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে তিনি আবিষ্কার করলেন বহু উপশ্রেণী—যাদের মধ্যে স্বার্থগত ঐক্য ও বিরোধ সমান পরিস্ফুট। কৃষক শ্রেণীও কোনো অখণ্ড অবিভাজ্য শ্রেণী নয়। তাদের অন্তর্ভুক্ত এক শাখা—bourgeois rurale এর প্রতি তিনি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। যে সব অঞ্চলে মাঝারি বা ছোট জোতে চাষ হ'ত এরা ছিল সে সব অঞ্চলের সম্পন্ন গৃহস্থ। এদের অধীনে কাজ করত বহু ভূমিহীন এবং দরিদ্র চাষী। তৃতীয়তঃ বিপ্লবের নেতৃত্ব যে ধনতান্ত্রিক ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি গোষ্ঠীর হাতে ছিল না, ছিল রাজকর্মচারী (officiers), ইজারাদার (fermiers), ব্যবহারজীবী, বৃত্তিজীবী শ্রেণীর হাতে সে কথা তিনি স্বীকার করলেন। এখানে তিনি মার্ক্সবাদকে শোধন করলেন। তবে দ্বিতীয় দলটি যে প্রথমের স্বার্থরক্ষা করে এবং পরিণামে বিপ্লব ধনতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ খুলে দেয় সে কথা তিনি মেনে নেন (এই প্রসঙ্গে লেফেভ্রের Le mythe de la Re´volution francaise দ্রষ্টব্য)।

বিপ্লবের নেতৃত্ব officiers, fermiers ও আইনজীবীদের হাতে ছিল এ বিষয়ে কব্যান লেফেভরের সঙ্গে একমত কিন্তু পরিণামে যে ধনতন্ত্র বিকাশ লাভ

করেছিল সে বিষয়ে তাঁর আপত্তি। অনেক মার্ক্সবাদীও স্বীকার করেন যে অধিকাংশ ফরাসীর জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি (**Samuel Bernstein, *Science and Society*, 1965**)। জর্জ রুদে (**G. Rude**) এমনও বলেছেন যে বিপ্লবের ফলে ধনতান্ত্রিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। কাপলো বলেন, শিল্পপতি গোষ্ঠী বিপ্লবের ফলে জন্ম নেয়, বিপ্লবের পূর্বে নয় (**J. Kaplow (ed.) New Perspectives on the French Revolution**)। কব্যান আরও কয়েকটি নূতন প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর **Wiles** বক্তৃতাবলীতে। বুর্জোয়াশ্রেণী ৪ঠা-১১ আগস্ট, ১৭৮৯-তে কি সত্যই সর্বপ্রকার সামন্ততান্ত্রিক করভারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল? বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের মতে সর্বপ্রকার করই "সামন্ততান্ত্রিক" পদবাচ্য নয়। শুধু যেগুলি ব্যক্তিগত দাসত্ব থেকে উদ্ভূত তাদেরই **feudal dues** আখ্যা দেওয়া যেতে পারে; যেগুলি তা নয়, তাদের **feudal dues** বলা চলে না। দ্বিতীয় ধরনের করভারের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ারা কোন আপত্তি তোলেনি; কারণ বিপ্লবের বহু পূর্ব থেকেই তারা এধরনের কর আদায় করবার অধিকার কিনে নিতে থাকে। এগুলি তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, সুতরাং রক্ষণীয় অথবা ক্ষতি পূরণের দাবীদার। দ্বিতীয়তঃ 'অভিজাত', 'বুর্জোয়া' ইত্যাদি অভিধার কোন গোঁড়া ব্যাখ্যা গবেষণা লব্ধ নূতন তথ্যের পরিপন্থী। লেফেভ্র নিজেই তা দেখিয়েছেন। অথচ তিনিই নূতন এক শ্রেণীর কথা তুলেছেন **rural bourgeoisie** বা গ্রামীন বুর্জোয়া। সাঁকুলোতদের তিনি রেড হেরিং আখ্যা দিয়েছেন। অধ্যাপক গুডউইনের মতে কব্যানের গ্রামীন বুর্জোয়া সম্বন্ধে আপত্তি অসঙ্গত, কারণ বস্তুতঃ এরকম এক শ্রেণীর প্রমাণ পাওয় গেছে। কিন্তু সত্যই কি এই শ্রেণী বড় বড় জমিদারের নায়েব (**grands fermiers**), পত্তনিদার (**fermiers**), কৃষক ভূম্যধিকারী (**labourieurs**) ইত্যাদির সমাহার নয়? এদের মধ্যে কি সৌহার্দ্য বা শ্রেণী স্বার্থের ঐক্য বর্তমান ছিল? চার্চের যে জমি রাষ্ট্র নিয়ে নিল এবং পরে বিক্রী করল, তার অধিকার নিয়ে এদের মধ্যে কি কম মন কষাকষি হয়েছে? অবশেষে কব্যান জোর দিচ্ছেন—শক্তির জন্য লড়াইএর ওপর, আদর্শ নিয়ে সংঘাত শুধু এর ওপর সূক্ষ্ম এক আবরণ টেনে দিয়েছিল: **"Primarily a political revolution, a struggle for the possession of power and over the conditions in which power was to be exercised. Essentially the revolution was the overthrow of the old**

political system of the monarchy and the creation of a new one in the shape of the Napoleonic State" (Cobban, The Social Interpretation of the Franch Revolution ; 'The Franch Revolution, Orthodox and Unorthodox : A Review of Reviews', *History*, June, 1967)।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন লাব্রুস **(La crise del'economie francaise a la fin l' Anc´ien Regime et au debut de la Re´volution, 2 vols, 1943).** তার ফলে মিশলে—তোক্‌বিলের পুরোনো বিতণ্ডার অবসান হয়েছে। মিশলের মতে জনগণের দুর্দশাই বিপ্লবের কারণ, তোক্‌বিলের মতে ক্রম-বর্ধমান বিত্ত। সিমিয়াঁদ অনুপ্রাণিত লাব্রুসের সংখ্যাতাত্ত্বিক গণনা উভয় মতকে একটা সামঞ্জস্য দান করেছে। তাঁর মতে ১৭৭৪ পর্যন্ত ফ্রান্সের জনগণের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হচ্ছিল। তখনই কৃষকরা জমি কিনতে থাকে, শিল্প গড়ে ওঠে, মজুরীর হার দ্রব্যমূল্যের সমানানুপাতে চলে। কিন্তু ১৭৭৪ সালের পর কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে এক মন্দা দেখা দিল। তার ফলে ছোট ছোট কৃষক ভূম্যধিকারী, মাঝারি ছোট পত্তনিদার, ভাগচাষী ও মদ্য ব্যবসায়ীগণ বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হল। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের বাণিজ্যচুক্তি হয় ১৭৮৫ সালে। ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে ফ্রান্সের শিল্প মার খায়। পারীতে ও অন্যান্য বস্ত্র ব্যবসায়ের কেন্দ্রে দেখা দেয় বেকার সমস্যা। ১৭৮৭-৮৯ সালের মধ্যে পর পর অজন্মার ফলে খাদ্যের মূল্য দারুণ বেড়ে যায়। যে সব শ্রমিকের তখনও কাজ ছিল, তারা মজুরীর অধিকাংশ খাদ্যের জন্য ব্যয় করতে বাধ্য হয়। আর বেকার শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষক ও ছোট জোতের মালিক (যারা বছরের অধিকাংশকাল খোলা বাজারে গম কিনত) সকলের কষ্ট চরমে ওঠে। আশ্চর্য নয় এই পরিস্থিতিতে অনেকেই জমিদার, বড় পত্তনিদার, তহশীলদার, খাদ্যপণ্য ব্যবসায়ী, ফাটকাবাজ, মজুতদার, টাইদ আদায়কারী ধর্মযাজক প্রভৃতি শোষক পরগাছাশ্রেণীর লোকদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে এদের অবস্থা ভাল হচ্ছিল, শেষের দিকে খারাপ—সুতরাং আশাভঙ্গ বিপ্লবী মনোভাবের জন্ম দেয়। ল রয় লাদুরি তাঁর **The Quantitative Revolution and French Historians Record of a Ganeration** অধ্যায়ে **(The Teritory of the**

Historian, vol. 1) এই মত আলোচনা করেছেন ও দেখিয়েছেন সিমিয়াঁদের ধারণা উনবিংশ শতাব্দীর ব্যাপারে খাটে না।

সহরের শ্রমিক, বেকার, ছোট দোকানদার, ইস্কুল মাস্টার, মদ-বিক্রেতাদের ওপর প্রতিক্রিয়া নিয়ে পৃথক আলোচনা করেছেন সবুল, রুদে, কব ও টনেসন— এঁরা সবাই ছিলেন লেফেভ্‌র শিষ্য। আলবেয়ার সবুলের ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ **Les sans-culottes parisiens en l' An II** এবং ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত দুইখণ্ড ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস বিপ্লবকে "তলা থেকে দেখার" সার্থক প্রচেষ্টা। ১৯৬৩ সালের ***Science and Society*** পত্রিকার সপ্তদশ সংখ্যায় **Classes and class struggle during the French Revolution** নামক প্রবন্ধে, ১৯৬৬ সালে **Paysans, Sans-culottes et Jacobins** গ্রন্থে ও নানা পরবর্তী রচনায় তিনি যে মতামত উত্থাপন করেন তা নব্য মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিপ্লব-ব্যাখ্যার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। ইংল্যাণ্ডের মত ফ্রান্সেও অভিজাত শ্রেণী এবং উচ্চতর বুর্জোয়া শ্রেণীর মৈত্রী সম্ভব হ'ত যদি রাজা ষোড়শ লুই বুদ্ধিমানের মত সে বিষয়ে অবহিত হ'তেন এবং অভিজাত ও উচ্চতর যাজক শ্রেণীর কিছুটা রাজনৈতিক বাস্তব জ্ঞান থাকত। ক্রমবর্ধমান খাদ্যসমস্যার ফলে যতই এখানে ওখানে আইন ও শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনা ঘটতে লাগল এবং আগষ্ট মাসের বিধানের ফলে সামন্ততান্ত্রিক প্রাপ্যের ক্ষতি-পূরণ আদায় করতে গিয়ে যতই অভিজাতরা কৃষকশ্রেণীর বিরোধিতার সম্মুখীন হ'ল ততই সমঝোতা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। উচ্চতর বুর্জোয়াদের মনেও ভয় জাগল। তাই তারা নাগরিকদের মধ্যে **active** ও **passive** দু'ভাগ করে দেয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে ভোটাধিকার এবং জাতীয় রক্ষী বাহিনীতে যোগ দেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। এজন্যই ১৭৯১ সালের **LeChapelier** আইন পাশ হয়,.যাতে শ্রমিকসংহতি ব্যাহত ও ধর্মঘট করার অধিকার নিষিদ্ধ হ'ল।

রাজার পলায়ন প্রচেষ্টা (২১ জুন, ১৭৯১) মধ্যবিত্ত বুর্জোয়ার হাতে বিপ্লবের নেতৃত্ব এনে দিল। এদের মধ্যে ছিল সংস্কৃতিবান ব্যবহারজীবী ও সাংবাদিক। বাণিজ্যজীবী বুর্জোয়াদের সঙ্গে এদের যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। এদের নেতা ছিলেন ব্রিসোৎ (**Brissot**), যাঁর সহ ও অনুগামীদের জিরঁদ্যাঁ অভিধা দেওয়া হয়েছে। ব্যবসার সর্বনাশ ঠেকাতে গেলে মুদ্রা (**assignats**) মান রক্ষা করতে হবে; যুদ্ধ ও এদের খুব অপছন্দ নয় কারণ অনেক কন্‌ট্রাক্ট মিলবে। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ এরা সঙ্গে সঙ্গে করেনি, কারণ নৌ যুদ্ধের ফলে ফরাসী

সহরগুলির অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিতে পারে, উপনিবেশগুলিনর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে। ইউরোপে সীমাবদ্ধ যুদ্ধই এরা চেয়েছিল। তাতে অভিজাত দলন ও ইউরোপের অন্যত্র রাজতন্ত্রের ওপর আঘাত হানা এক সঙ্গেই সম্ভব হবে। কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। ১৭৯২ সালের বসন্তে ফ্রান্সের একাধিক শোচনীয় পরাজয় ঘটল। প্রয়োজন হ'ল জনসাধারণের সমর্থন। প্রতিদানে যখন সাঁকুলোতরা দ্রব্যমূল্যের দাম বেঁধে দিতে বললে, জিরঁদ্যাঁরা তাতে রাজী হ'ল না। কারণ তা হবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিরোধী। জ্যাকব্যাঁ মধ্যবিত্ত ও সাঁকুলোতদের আঘাতে রাজতন্ত্রে ফাটল ধরল (১৭৯২ সালের ১০ই আগষ্ট)। এই আন্দোলনে জিরঁদ্যাঁদের কোন স্থান ছিল না।

জাকব্যাঁ নেতৃত্বে জনসাধারণ ততদিন বুঝেছে যে জিরঁদ্যাঁ নেতৃত্বে যুদ্ধ জেতা সম্ভব নয়। তারা উচ্চতর বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে শান্তির চেষ্টা করছে। ৩১শে মে থেকে ২রা জুন (১৭৯৩) যে অভ্যুত্থান হয় তাতে জাকব্যাঁ মধ্য ও ক্ষুদ্র বুর্জোয়ার পাশে দাঁড়াল সাঁকুলোত। যুদ্ধে জেতার জন্য জাকব্যাঁ নেতৃত্ব হাত মেলাল সাঁকুলোতদের সঙ্গে। ফল— জাকব্যাঁ স্বৈরতন্ত্র বা ত্রাসের রাজত্ব। এব্যাপারে যিনি নেতৃত্ব দিলেন তিনি রোবসপিয়ের। শ্রেণী বিরোধ কিন্তু শেষ হ'ল না। অনিবার্য ভাবে জাকব্যাঁ বুর্জোয়ার সঙ্গে বিরোধ বাধল সাঁকুলোত স্বার্থের। অন্তর্নিহিত বিরোধের পরিণতি হ'ল জাকব্যাঁদের সর্বনাশে।

সবুল দেখিয়েছেন যে বিপ্লবের ইতিহাসে ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই থেকেই সাঁকুলোতরা বারংবার একটা স্বাধীন অংশ গ্রহণ করেছে। তার বীজ নিহিত ছিল ১৭৮৯ এর পূর্বে দোকানদার, কারুশিল্পী ও মজুরদের অবস্থার দ্রুত অবনতিতে। তাদের প্রতিষ্ঠানভূমি ছিল আলাদা, সংগঠন ছিল আলাদা, সংগ্রাম পদ্ধতি ছিল আলাদা। জাকব্যাঁ ক্লাব ছিল জাকব্যাঁ বুর্জোয়াদের পাদপীঠ, আর পারীর সেক্সান এবং পিপলস সোসাইটি ছিল সাঁকুলোতদের পাদপীঠ। ১৭৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে এবারের নেতৃত্বে যে অভ্যুত্থান হয়েছিল তা প্রধানতঃ সাঁকুলোতদের নিজস্ব অভ্যুত্থান। বুর্জোয়া বিপ্লবের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত হ'লেও তার একটা নিজস্ব মূল্য রয়েছে। জাকব্যাঁ বুর্জোয়ারা বাধ্য হয়ে, দায়ে পড়ে, খাদ্যমূল্যের নিরিখ বেঁধে দিয়েছে বা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করেছে, স্বেচ্ছায় নয়। সাঁকুলোতদের মনোভাব প্রাক্-ধনতান্ত্রিক মনোভাব, তাতে বুর্জোয়াকথিত অবাধ বাণিজ্য ও স্বাধীন

উদ্যোগের কোন সমর্থন নেই। বুর্জোয়ারা ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে প্রকৃতিদত্ত অধিকার মনে করত। তাতে কোন সীমারেখা টানা যায় না, তা কারও কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না। অন্য পক্ষে সাঁকুলোতরা সব সময়ই সম্পত্তির অধিকারকে সঙ্কুচিত করতে চেয়েছে, সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছে। ১৭৯৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারা সম্পত্তির ঊর্ধ্বতম সীমা বেঁধে দেওয়ার দাবী জানিয়েছিল; চেয়েছিল যে কোন ব্যক্তি যেন একটা কারখানা বা দোকানের বেশী না রাখতে পারে। এ অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। থার্মিডোরের প্রতিক্রিয়ায় জাকব্যাঁ-সাঁকুলোত জোট ভেঙে গেল।

তাহলে কি বুর্জোয়াবিপ্লবের মধ্যে সর্বহারা বিপ্লবেরও সম্ভাবনা নিহিত ছিল? গেরিন (Guerin) এর এই "ট্রটস্কিপন্থী" মতবাদের বিরোধিতা করেছেন সবুল! তাঁর মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাঁকুলোতদের বিংশ শতাব্দীর শ্রমিকের বিকল্প মনে করা ভুল হবে। **"This is to make a proletarian advance guard of what was nothing but a rear guard defending the positions of traditional economy।"** সবুল আরো স্বীকার করেছেন যে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে দরিদ্র চাষীদের প্রতিরোধের ফলে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ জয় লাভ করতে পারেনি। গ্রামাঞ্চলের বুর্জোয়ারা জয়ী হয়েছিল কিন্তু প্রাক্তন গ্রামসমাজ বিনষ্ট হয়নি। তবে বড় বড় পত্তনিদার ও ভূম্যধিকারী কৃষকের এবং দরিদ্র কৃষকের মধ্যেকার বিরোধ আরো জোরদার হয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা সর্বহারা দিন মজুরে পরিণত হয়। এই বিরোধের বিস্ফোরণ ঘটে ১৮৪৮ সালে। এই প্রসঙ্গে 'আনাল' পত্রিকায় (১৯৬৮) তাঁর **Persistence of 'Feudalism' in the Rural Society of Nineteenth Century France** দ্রষ্টব্য।

সবুলের মত জর্জ রুদে ও সাঁকুলোতদের নিয়ে আলোচনা করেছেন, **The Crowd in the French Revolution** গ্রন্থে (১৯৫৯)। বাস্তিল আক্রমণের সময় থেকে বিপ্লবের প্রতি পর্বে বহুবার জনসাধারণ দাঙ্গাহাঙ্গামায় **(journe'es)** লিপ্ত হয়েছে। বার্ক তাদের "নিষ্ঠুর গুণ্ডা ও নরহন্তা" আখ্যা দিয়েছেন; কার্লাইলের ভাষায় তারা "সর্বগ্রাসী চিতাগ্নি", "বিজয়ী নৈরাজ্য"; তেন তাদের বলেছেন **"contre—bandiers, foux souniers...vagabonds—"** এরা আসলে কারা? এদের খবর আছে পুলিশের দপ্তরে বা **Committee of General Security**-র দপ্তরে। রুদে তার থেকে এদের সংগঠন প্রণালী, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম সম্বন্ধে

একটা আদরা প্রস্তুত করেছেন। সবুলের **Sans-culottes** সম্বন্ধে কাজের পরিপূরক এই গ্রন্থ। বিশেষ করে রুদে জোর দিয়েছেন রুটির দামের হ্রাস বৃদ্ধির ওপর। বেকার সমস্যা সে অগ্নিতে ইন্ধন জোগায়। মনে রাখতে হবে বাস্তিলের পতনের পূর্বে ৪ পাউণ্ড রুটির দাম ১৪॥০ স্যুতে দাঁড়িয়েছিল এবং কার্যরত শ্রমিকদের আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী রুটি কিনতে ব্যয়িত হ'ত। বাস্তিল যারা দখল করেছিল (**Vainqueurs de la Bastille**) তাদের তালিকা থেকে রুদে দেখিয়েছেন কয়েকজন শিল্পপতি, বণিক ও সেনাপতি ছাড়া অধিকাংশই ছোট ব্যবসায়ী ও কারু শিল্পী। মজুরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। এদের ভবঘুরে বলা ভুল হবে। এদের অনেকেই প্যারিসীয় জাতীয় রক্ষীবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভের্সাই অভিযানের পেছনে রুদে দেখিয়েছেন বেকার সমস্যা এবং মজুরীর হার বৃদ্ধি বা কারখানা-দোকানের খাটুনির সময় নিয়ে নানা অসন্তোষ। চটি, পরচুলা, জুতো, ওষুধ, যারা তৈরী করত, দর্জি এবং বাড়ীর চাকর, ঝি সবাই ছিল এর মধ্যে। রুটির দোকানদাররা গম পাচ্ছিল না। তাদের দোকান বারংবার আক্রান্ত হচ্ছিল। বাকীরা রুটি পাচ্ছিল না। এদের উস্কে দেয় দেশমুলিনস্, দাঁতঁ, ইত্যাদি।

রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৭৯২ সালের জুলাই ও আগষ্টে যারা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধায় তাদের নেতৃত্ব দেয় ফবুর্গ সাঁ আঁতোয়ানের গরীব প্যারিসীয় নাগরিক। ১০ই আগষ্ট যারা তুইলারীস প্রাসাদ আক্রমণ করে রাজতন্ত্রের পতন ঘটায় তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল বাড়ির চাকর, পোর্টের শ্রমিক, গাড়োয়ান, কাঁচশিল্পের মজুর, জার্নিমেন, মাষ্টার ক্রাফটসমেন, দোকানদার।

কিন্তু এই আগষ্ট বিপ্লবে ভোট ছাড়া কিছুই পেল না সাঁকুলোত্তরা। তারা কনভেনশ্যানের কাছে দাবী করল কাজ দিতে হবে, রুটি দিতে হবে। ১৭৯৩ সালে আবার বাড়ছিল রুটির দাম, চিনির দাম, মোমবাতির দাম, সাবানের দাম। সবগুলি প্যারিসীয় সেকশানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। জিরঁদ্যাঁ, জাকব্যাঁ, বুর্জোয়া ও জনসাধারণের মধ্যকার ফাটল আরো বাড়ে। ফেব্রুয়ারী মাসে দোকানে দোকানে হামলা হয়—জোর করে জিনিষের দাম কমান হয়। চিনির দাম ৪৭-৬০ স্যু থেকে নামানো হয় ১৮-২৫ স্যুতে, সাবানের দাম ২৩-২৮ স্যু থেকে ১০-১২ স্যুতে। অবশ্য অসামাজিক লুটেরার দলে যে এদের মধ্যে একেবারে ছিল না তাও নয়। এরা আক্রমণ করেছিল বড় বড় ব্যবসায়ীর মজুতদারের গোলা, যারা জিনিষপত্র গোপন করে কালোবাজারে বেচছিল।

বলাবাহুল্য হাঙ্গামার ফলে কিছু ছোট দোকানদারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কনভেনশান এর নিন্দা করে এবং এর পিছনে প্রতিক্রিয়ার হাত লক্ষ্য করে, অঁরাজে-খ্যাত জ্যাক রুক্স (Roux) কে দায়ী করা হয়। মারা এই সময় থেকে অসন্তুষ্ট সাঁকুলোতদের প্রতিভূ হন। উত্তেজিত জনতার শোভাযাত্রা ও মহিলাদের আক্রমণে বাধ্য হয়ে কনভেনশন ময়দা ও রুটির মূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ পাশ করে (**First law of the Maximum**)। অঁরাজে দল এতেও সন্তুষ্ট হয় না।

এবার এদের কাজে লাগালো জাকব্যাঁ দল জিরঁদ্যাঁদের গদীচ্যুত করতে। তবে সাবধানে। জাকব্যাঁ নেতৃত্ব জনসাধারণকে অঁরাজে বা এবের (Hebert) কারুর হাতে ছেড়ে দিতে রাজী ছিল না। ৩০ মে-জুন (১৭৯৩) এদেরই ক্ষেপিয়ে দিয়ে জাকাব্যাঁরা জিরঁদ্যাঁ নেতাদের জব্দ করল। কিন্তু খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও মুদ্রামানের নিম্নগতি অব্যাহত রইল। সেপ্টেম্বরে এদের চাপে•প্রতি সেক্‌শানের সভায় যোগ দেওয়ার জন্য সাঁকুলোতদের ৪০স্যু করে পাবার ব্যবস্থা হ'ল এবং বিহু বিঘোষিত বৈপ্লবিক বাহিনীর (**armée revolutionnaire**) পত্তন হ'ল। এই বাহিনী জাকব্যাঁ রাজত্বের যন্ত্র হিসেবে গ্রামাঞ্চল থেকে গম, মাংস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য পারীতে নিয়ে আসতে লাগল। ২৯শে সেপ্টেম্বর কনভেনশন **Maximum General**এর আইন পাশ করতে বাধ্য হ'ল যা বহু দ্রব্যের ঊর্ধ্বতন মূল্য বেধে দিল, মজুরীর হারও। ১লা নভেম্বর এর খানিকটা অদলবদল হয়। জাকব্যাঁ—সাঁকুলোতদের সম্মিলিত শক্তির ওপর দ্বিতীয় বৎসরের বৈপ্লবিকসরকার প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সবুল দেখিয়েছেন যে এই প্রথম সেকশানের সভায়, রেভল্যুশনারি কমিটি ও কম্যুনের সভায় সাঁকুলোতরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল।

কিন্তু সরকার বেশীদিন মূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করতে পারল না। মফস্বলের উৎপাদক ও মধ্যস্থরা কালোবাজারে বেচবার আশায় মাল লুকিয়ে ফেলতে লাগল কিংবা পাইকারী ব্যবসাদারদের সঙ্গে গোপন ব্যবস্থা করতে লাগল। এর একমাত্র ফল—পারীর ক্রেতাদের বেশী দাম দিতে হল, শুধু মাংসের জন্যই বেঁধে দেওয়া দামের ২৫-৫০ স্যু বেশী। মাখনের দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছিল পাউণ্ড প্রতি ২২ স্যু, কালোবাজারে তা বিক্রি হ'ল ৩৬-৪৪ স্যু'তে। দুটো পথ খোলা ছিল সরকারের হাতে: (১) ত্রাসের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া, (২) গ্রামাঞ্চলের চাষী ও উৎপাদকদের সঙ্গে একটা সমঝোতা, অর্থাৎ আইনের কঠোরতা কমিয়ে তাদের লভ্যাংশ বাড়িয়ে

দেওয়া। শেষেরটা করা হ'ল। উগ্রপন্থী এবারের দলকে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হ'ল। পূর্ব জার্মানীর ঐতিহাসিক ওয়াল্টার মার্কভের অঁরাজে নেতা জ্যাক রুক্স (**Jacques Roux**) এর জীবনী এবিষয়ে নূতন আলোক পাত করেছে। রেভেল্যুশনারি আর্মিকে এপ্রিল (১৭৯৪) মাসে ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল। গ্রামাঞ্চলে মজুতদার-কালোবাজারীদের ধরবার জন্য যে সব সমিতি করা হয়েছিল তারাও লুপ্ত হ'ল। মার্চের শেষে সরকার দ্রব্যের উর্ধ্বতম মূল্য পুনর্নিধারণ করল উৎপাদকের লাভের প্রতি নজর রেখে। শ্রমিকদের মজুরী হ্রাসের বিধান জোর করে চালু করা হ'ল, ধর্মঘটী শ্রমিকদের বন্দী করা হতে লাগল এবং তাদের সংহতি গ্যাপেলিয়ারের বিধান প্রয়োগে ব্যাহত করা হ'ল। জুন-জুলাই (১৭৯৪) মাসে রাজমিস্ত্রী, কুমোর, অস্ত্র কারখানার শ্রমিক মজুরী বাড়ানোর জন্য চাপ দিতে থাকে। উত্তরে পারী কম্যুন যে নতন হারে **maximum des salaires** ঘোষণা করে তাতে মজুরীর হার প্রায় অর্ধেক কমে যায়।

রোব্‌সপিয়ের সরকারের বিরোধী প্লেনের (**Plain**) এর সভ্যরা এ সুযোগ নিল। ফ্লুরাসের জয়ের পর প্লেন ত্রাসের কোন প্রয়োজন আছে মনে করত না। তদুপরি আরম্ভ হয়েছিল পাবলিক সেফটি ও জেনারেল সিকুইরিটি এই দুই কমিটির অন্তর্বিবাদ। ৯ই থার্মিডোর রোব্‌সপিয়ের ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরুল এবং রোব্‌সপিয়ের তাঁর পশ্চাতে সাকুলোত বাহিনীকে দেখতে পেলেন না।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধেও বিপ্লব-বিষয়ক গবেষণার সকল দিকের ওপর আলোকপাত করা গেল না। একটা মোটামুটি ধারণা বোধহয় দেওয়া গেছে। ঐতিহাসিকগণ যে কোন একটা বিশেষ মতবাদ আঁকড়ে বসে নেই, প্রত্যেক বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন এটা আশার কথা। কম্যুনিষ্ট নেতা বাব্যুফ নিয়ে অনেক লেখা-লেখি চলেছে। তাঁর দ্বিশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে **Annales historiques de la Révolution francaise** বিশেষ সংখ্যা (১৯৬০) দ্রষ্টব্য। তাঁর **provisional revolutionary dictatorship** এর ধারণার সঙ্গে লেলিনের ধারণার মিল টানা হচ্ছে। ফ্যুরেত্‌ ও রিসেত্‌ বিপ্লবের মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার ঘোরতর প্রতিবাদও শুরু করেছেন ষাটের দশক থেকে। ত্রিবিধ বিপ্লবের সমাহার এই বিপ্লবকে তাঁরা "আকস্মিক" বলে মনে করেন। এর মধ্যে কোন উদ্দেশ্য বা পরিণতির ঐক্য নেই। থার্মিডোরের পর বিপ্লব তার পূর্ববর্তী স্রোতে প্রত্যাবর্তন করে। রাজ-

নীতির কবল থেকে মুক্ত হয়ে ফ্রান্স অতি সহজেই নেপোলিয়নের হাতে আত্মসমর্পণ করে। এটা বুর্জোয়া বিপ্লব নয়, বুদ্ধিবাদীর বিপ্লব এমন কথাও আনালের (১৯৬৯) এক সংখ্যায় বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালে আনালের আর এক সংখ্যায় 'Le Catéchisme revolutionnarire' প্রবন্ধে সবুলকে আরো তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করা হয়েছে। ভোবেল আবার রিসেতের প্রতিবাদী। ভোবেল বুদ্ধিবাদী এলিট ধারণার সমর্থনে তথ্য না পেয়ে পুনরায় শ্রেণী ধারণায় ফিরতে চান। দুজন মার্কিন ঐতিহাসিক—রবার্ট ফরষ্টার ও জর্জ টেইলরের রচনা অনেক নতুন দিক খুলে দিয়েছে। আলথুসারপন্থী মার্ক্সবাদীরা আরেক দিক।

অতি সম্প্রতি ফ্রাঁসোয়া ফ্যুরেতের দুখানি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে—**La gauche et la Révolution francaise au milieu du xixe siècle** ও **Marx et la Révolution francaise.** এর সঙ্গে ১৯৮১ সালে প্রকাশিত **Interpreting the French Revolution** পড়লে গোড়া মার্ক্সীয় ব্যাখ্যার বিরোধী মতটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কব্যানের সমালোচনার চেয়ে তা আরও গভীরচারী।

মার্ক্সের প্রথম দিকের লেখায় বড়ো হয়ে উঠেছিল ফরাসী বিপ্লবের মর্মের সঙ্গে তৎ সঞ্জাত বাহ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিরোধ। 'ইয়ং মার্ক্স' বিপ্লবের মানববাদী আদর্শ ও ফলশ্রুতি নিয়ে বেশী চিন্তিত ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি বিপ্লবের চরিত্র ও উৎস নিয়ে বেশী মাথা ঘামান।

বুঁবো রাজত্বের অন্তিম পর্বে বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজে যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং রাষ্ট্রে ও তার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। সেই অনিবার্য বিকাশকে মার্ক্স বুর্জোয়া বিপ্লব আখ্যা দিলেন। এর মধ্যে সিভিল সোসাইটি ও পোলিটিক্যাল সোসাইটির বর্ধমান পার্থক্য বিদূরিত হয়েছিল।

ফ্যুরেত এ ধরনের ব্যাখ্যায় দু রকম সমস্যার সন্ধান পেয়েছেন—(১) ন্যায়গত, (২) ইতিহাসগত। প্রথমটার সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, ১৭৮৯ পর্যন্ত সমগ্র অষ্টাদশ শতকব্যাপী অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও বুর্জোয়া দল উপদলগুলির সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশদরূপে বিশ্লেষণ না করেই মার্ক্স বিপ্লবকে 'বুর্জোয়া' বিশেষণ দেন কি করে? যে রাজনৈতিক ঘটনা-পরম্পরা সে সব পরিবর্তন ব্যাখ্যা করবে, মার্ক্স সে সব রাজনৈতিক ঘটনা থেকেই তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাস-গত আপত্তি—ক্ল্যাসিক্যাল বুর্জোয়া বিপ্লব কেন এমন **polymorphic** রূপ নিল? বিপ্লবের ছেদ টানার জন্য এত বার এত চেষ্টা হল কেন? যদি বলা হয় ফরাসী

বিপ্লব শুধু আধুনিক সামাজিক-রাজনৈতিক পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বার খুলে দেয়, বিশেষ কোনো একটা পরীক্ষাকে সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন করেনি, তা হলে প্রশ্ন উঠবে, এমন বিপ্লবকে 'বুর্জোয়া' আখ্যা দেব কেন? বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে বিপ্লব আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু মার্ক্স কি তাহলে হেগেলকে অনুসরণ করে রাষ্ট্রকেই সামাজিক পরিবর্তনের কেন্দ্রে বসাচ্ছেন? যদি তাই হয়, তবে তাঁর হেগেলবিরোধী মতবাদ কি ভ্রান্তিবিলাস?

ফ্যুরেতের বক্তব্য, বিপ্লবের সামাজিক তাৎপর্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, এবার আলোচনা হোক রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে। প্রথম দিকের মার্ক্স উদার-নৈতিক গিজো ও তিয়ের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল ১৭৯৩ সালের ঘটনাবলী আপতিক। ১৭৮৯ সালে সংস্কারের যে ঢেউ ওঠে ১৮৩০ ও ১৮৪৮এ তাই গড়িয়ে চলে। কিন্তু দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের পতনে গিজোর মনে সন্দেহ দেখা দেয়। ১৭৯৩ কে আর ব্যতিক্রম বলে মনে হয় না। ঠিক সেই সময় সমাজতন্ত্রী লুই ব্লঁ ১৭৯৩ এর ঘটনাকে প্রাধান্য দিচ্ছিলেন। জাকব্যাঁ স্বৈরতন্ত্র অনিবার্য ও প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছিল। অতীতের পরিণামের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠছিল ভবিষ্যৎ বিবর্তনে তার মূল্য। লুই নেপোলিয়নের ক্ষমতা দখলের পর মার্ক্স ও আর ১৭৯৩ কে আপতিক, আকস্মিক, দুর্ভাগ্যজনক মনে করতে পারছিলেন না। তিনি যে সামাজিক ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে রাজনৈতিক ব্যাখ্যার প্রতি ঝুঁকছিলেন, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—**Eighteenth Brumaire.**

ফ্যুরেতের মতে মিশলের সমসাময়িক জাকব্যাঁ নেতা এডগার কিনেত্ (**Edgar Quinet**) ১৮৬৫ সালে বিপ্লবের সব চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা দেন। র‍্যাডিক্যাল আদর্শবাদের সঙ্গে কিনেত মিশিয়েছেন সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে নৈতিক আপত্তি। ১৭৮৯ ও ১৭৯৩এর মধ্যে কোন অবিচ্ছিন্ন ন্যায়সঙ্গত যোগসূত্র তিনি খুঁজে পাননি। ১৭৮৯ কে তিনি দেখেছেন নতুন এক গণতন্ত্রী, উদারতন্ত্রী সমাজের ভঙ্গুর সূচনা রূপে—পুরোনো সমাজের পরিণামরূপে নয়। ১৭৯৩এর সন্ত্রাসবাদের ব্যাখ্যা তিনি পেয়েছেন **ancien regime**এর ক্রিয়াকলাপের প্রবাহমানতায়। তার বীজ থেকে গিয়েছিল। পরে, আভ্যন্তরীণও আন্তর্জাতিক নানা ঘটনার সংঘাতে, ফুটে বেরোয়। ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে মতভেদ থাকা শুধু স্বাভাবিক নয়, স্বাস্থ্যকরও বটে। সত্য সিদ্ধান্তে কোনদিন পৌঁছানো যাবে কিনা জানি না কিন্তু রহস্যময়ী বলেই ত ইতিহাসের দেবী ক্লিওর আকর্ষণ এত বেশী।